নির্মলেন্দু গুণ

শেষ-বিবাহ

আমি মনে-মনে যত বিবাহ করেছি,
বাস্তবে তত করি নাই।
আমি মনে-মনে যত পেখম ধরেছি,
বাস্তবে তত ধরি নাই।

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রাণি আছে যতো,
নিমন্ত্রণ পত্র ছেপে নির্দিষ্ট তারিখে
তারা বিবাহ করে না কেউ মানুষের মতো।
আসলে, মানুষ বিবাহ করে ভয়ে।

বৃদ্ধ হলেও বাঘ তো আমি জাতে,
হরিণের মাংস খেয়ে বাঁচি।
কস্তুরীর গন্ধে পাগল নাচি,
স্রষ্টারও সম্মতি আছে তাতে।

পাগড়ি কি আর মাথায় পরেছি সাধে?
পাগড়ি ছাড়া কোনো মুর্শিদের বিয়ে
কখনও হয় না মুর্শিদাবাদে।

শোনো স্বর্ণহরিণী,-তোমার জন্যই
আজও আমি শেষ-বিবাহ করিনি।

মাহবুব কবির

আমাকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দে

সোনামণিরা, আমার মুখে তোরা মুতে দে, মুতে দে।
তোদের রক্তাক্ত দেখতে হলো—
আমার চোখ জোড়া অন্ধ করে দে, অন্ধ করে দে।

তোদের আর্তনাদ, চিৎকার শুনতে হলো—
কানে তপ্ত তরল সিসা ঢেলে দে, আমাকে বধির করে দে।

তোদের পুড়িয়ে মারা হলো।
আর আমি বেহুদা ভাত খাচ্ছি,
বেহুদা কবিতা লিখছি।
আমাকে ক্ষমা করিস না, ক্ষমা করিস না।
হাত-পা বেঁধে আমাকে তোরা বঙ্গোপসাগরে ফেলে দে,
বঙ্গোপসাগরে ফেলে দে।
ডুবতে ডুবতে মরতে মরতে সাঁতার শিখে আসি।

পিয়াস মজিদ

প্রয়াত ভোরের স্মৃতিতে

প্রয়াত কুয়াশাময় এক ভোরের চিতা
মিহিমধু জ্বলে আছে এই বিষবুকে।
পৃথিবীতে প্রেমের কবিতা সব
ফিকে হয়ে আসে
তবু কেন ফিরে ফিরে ফিঙে ডাকে!
গুচ্ছ গাছের সবুজে
আমাদের আমূল অন্ধতার অনুবাদ
মরচে পড়া চোখ খুলে
তুমি কি কখনও পড়বে
ইন্দ্রজাল-ব্রেইলে?
যখন জলরুদ্ধ নদীতে মরুভূমি শাখা মেলে
শীতকালও একদিন শেষ হয়ে আসে
শুধু এক হিমপাখি
ঊষর মরুতে বসে
উড্ডীন ভাষার বইয়ে
ত্রস্ত চঞ্চুর
কাতর কলমে
কুয়াশামাখা সেই
প্রেমের কবিতাই লেখে।

ইমরুল ইউসুফ

কে আমাকে বৃষ্টি দেবে আজ

কে আমাকে বৃষ্টি দেবে আজ
একমুঠো বৃষ্টি
মেপে নেবে দুরন্ত সময়, মেপে নেবে প্লাবন
মেপে নেবে আমাদের জীবন-যাপন।

কে আমাকে বৃষ্টি দেবে আজ
একমুঠো বৃষ্টি
মেপে নেবে প্রেমিকের হৃদয়ের উষ্ণতা, মেপে নেবে ভালোবাসা
মেপে নেবে সমুদ্রের ফেনীল জলরাশি আমাদের আলো-আশা।

কে আমাকে বৃষ্টি দেবে আজ
একমুঠো বৃষ্টি
মেপে নেবে উদাসীন রাতের কান্না, আকাশ নীলিমার ঢেউ
মেপে নেবে ডানামেলে ওড়া কবিতা দেখবে নাতো কেউ।

হেলাল হাফিজ

শামুক

'অদ্ভুত, অদ্ভুত' বলে
সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন লোক।
আমি নগরের জ্যেষ্ঠ শামুক
একবার একটু নড়েই নতুন ভঙ্গিতে ঠিক গুটিয়ে গেলাম,
জলের দ্রাঘিমাজুড়ে
যে রকম গুটানো ছিলাম,
ছিমছাম একা একা ভেতরে ছিলাম,
মানুষের কাছে এসে
নতুন মুদ্রায় আমি নির্জন হলাম,
মিলনের নামে যেন আলাদা হলাম,
একাই ছিলাম আমি পুনরায় একলা হলাম!

শামীম রেজা

গোপনতা ওগো গোপনতা

আলিঙ্গনে ছুরি বসিয়েছো, গোপনতা ওগো
গোপনতা, বলতে পারিনি কোনোদিন
ক্ষত সাইরা গেছে বটে, ইনবক্সে হীমবাহ দাগ
আবরনহীন; এই ফতেপুর এই সিক্রি
আকবর অনুরাগ বীরবল তানসেন আবুল ফজল
অমৃতসর মরিচঝাঁপি যশোর রোড শাহপরী দ্বীপ
সব যেন চিরচেনা বন্ধুরপথ , বিশ্বাস যদি ঠেলে
দেয় ভুল পথে, রাজনীতি বুঝাইবে কে আমাকে?
গোপনতা ওগো গোপনতা বলতে পারেনি
কোনোদিন। কারো নাম লেখা থাকে স্কুল গেটে
কারো বা খোদাই করা থাকে সেমেট্রি বা কবরে
কারো নাম মুছে যায় পদ্মার জলে
কারো নাম লেখা হয় স্যেন নদীর তলে
এই রোজার দিন এই শবে কদরের রাইত শোনো
আকবর বাদশার সেক্যুলার নাম লেখা ইলাহি
দলিলে, আমার নাম লেখা আছে প্রেমের সলিলে,
গোপনতা ওগো গোপনতা সে কথা বলতে পারেনি
কোনোদিন!!

সালাম সাকলাইন

হেঁটে চলি

আমি যখন হাঁটি, অগোছালো কিংবা পরিপাটি
মানুষ আমার দিকে তাকায় না, পশুপাখি এমন কি
ক্ষুদে পিঁপড়াটাও
আমি এই রকম অযাচিত শুধু শুধু হাঁটি
অগোছালো কিংবা পরিপাটি।
বৃষ্টিতে শরীর ভিজে যায়, মন ভিজে না
শরীরের ভিতরে মনটা জ্বলে আর জ্বলে
বৃষ্টি ভালো লাগে না
তবু বৃষ্টির ভিতর আমি হাঁটি
অগোছালো কিংবা পরিপাটি।
রোদেলা তিরস্কার আমার ভালো লাগে না তবু
দগ্ধ এবং নোনা শরীরের ভার নিয়ে আমি চলি
জীবনের দায়-দেনা কষ্ট কত কি বহন করি
ঘাটে অঘাটে আমার বর্ণবিভাময় সময়ের মৃত্যু ঘটে
তবু আমি আগুনমুখা রোদের ভিতর হাঁটি
অগোছালো কিংবা ধরা যাক পরিপাটি।
আমার বিষণ্ন বুকে একটা ব্যাধি বেড়েই চলে
কি জানি একদিন যদি কেউ বলে,
এইপথে হেঁটে গেছে সে ফিরেনি আর
গ্লানি আর গঞ্জনা বয়ে পশুপাখি লতাগুল্মের গান গেয়ে
কোথায় হারিয়ে গেছে অনামা মানুষ
কি জানি কখনো যদি নাম ছাড়া কোনো ফুলের গন্ধ,
মাটির পরশ, একটি পাখির পালক আমাকে স্নিগ্ধ করে
আমি তাই কেবলই হাঁটি
অগোছালো কিংবা ধরা যাক পরিপাটি।

মামুন রশীদ

স্পর্শের ভেতরে রয়েছে

স্পর্শের ভেতরে রয়েছে বেঁচে থাকার আকুলতা
সীমাহীন আমোদ। ছোঁড়াখোঁড়া-অদৃশ্য
বসন্ত বিকেলে-ঝাঁকবেঁধে উড়ে যায় পায়রা-
বাজতে থাকে ভায়োলিন।
ভালোবাসা- শব্দটির ভেতরে-
বলে রাখা ভালো- তাহলে সহজ হবে উপলব্ধি
প্রশ্ন উঠবে না ভূমিকা সম্পর্কে- যার কৌতূহল
চিরচেনা, কখনো ফিকে হয় না। তাকে যদি
হাতের মুঠোয়- বুকের রক্তক্ষরণ থেকে স্বাভাবিক
রহস্যে- কিম্বা নদীর ওপারে হারিয়ে যাওয়া চাঁদে;-
অন্ধকারের ভূমিকার ভেতর দিয়ে-
একটু উচ্ছ্বাসে- একটু বেসামালে
জন্মলগ্নে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। তবে বিষাদের
ছায়ার বাইরে-করতলে মুখ রেখে-
বারান্দায়-উদাসী বাতাসে নিয়ম-কানুন
ফেলে দুর্বিনীত ভেতরযাত্রায় হতে পারো আত্মহারা।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী
পরিবর্তন

মধ্যাহ্ন ভাঁজ ক'রে সময়ের সমাধান চাইছিলো মধ্যরাত
সূর্য গড়িয়ে প'ড়তে উল্টায় চাঁদ

টেবিলের এ-প্রান্তে ব'সে ও-প্রান্তের স্পর্ধা দেখতে চাইলে
মধ্যবর্তী অঞ্চল অহংকার নিয়ে টান দেয়

ধ্বংসের পিঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি সভ্যতা খুঁজলে
ভূগোল ঘোলা চোখে ইতিহাসকে উপহাস করে

পাড়া-বেপাড়ার মধ্যে নদীটি প্রবাহিত হ'লে
শৈশবকে যৌবনের কাছে পৌঁছুতে দেয় না অপবাদ

মস্তিষ্ক ধোলাই ক'রে পরিবর্তন গুচ্ছ কাগজে নামতে-নামতে
দুর্ভিক্ষের দিকে ধাবিত হ'চ্ছে খাদ্য

শামীম রুনু
ঈদানন্দ

শাওয়াল মাসের রাত্রি শেষে এলো ঈদ উপহার
ঈদের খুশি যেনো দ্যুতি মণিমুক্তার হার
ঘরে ঘরে বইছে খুশির আমেজ সারাদিন
রমজানের রোজা শেষে ঈদ আনন্দ রঙিন।
খুশির পূর্ণতা নিয় ঈদ এলো মানবের তরে
ধনী-গরিবের ভেদ ভুলে উচ্চারণ করি-
সম্প্রীতির দিনে হই প্রত্যেকে সবার তরে।

ঈদগাহে যেন বসে মহামিলনের মধু মেলা
বৃদ্ধ-বালক-যুবক সবাই উৎসব করেছে উজলা;
যাকাত ফিতরা সবাই করছে দান
গরিব ভুখা যত আছে মানব সন্তান
সবার মুখে হাসি পরনে নতুন জামার শোভা
রঙিন ফেস্টুনে সেজেছে মাঠ সে রূপ মনোলোভা;
মুসলিম উম্মাহ ছোট বড় সব এক কাতারে মিলি
করছে নামাজ শেষে অমলিন কোলাকুলি,
হিংসা বিদ্বেষ ভুলেছে সবাই উৎসব করতে বরণ
ঈদানন্দ থাকুক সবার মনে প্রতিদিন-সারাক্ষণ।

সালমা বেগ
শিল্পিত নারী

মিষ্টি ভোরের মোহনীয় বিভা রূপ মহিমায় হাসে
উজ্জ্বল ভোরে আকাশের ছায়া পড়ে পৃথিবীর ঘাসে।
হৃদয় কেড়েছে রক্ত-সূর্য সুখ প্রণয়িণী হয়ে
নিবিড় বাতাস আসে আসন্ন বসন্ত বুকে লয়ে,
খোঁপায় গুঁজেছি নক্ষত্র-তারা জোনাক রঙের ফুল
প্রণয়ের জলে মায়া সুর আসে ভেসে যায় নদী কূল।
স্বর্গের সব রূপ-রঙ যেনো আমায় রয়েছে ঘিরে
অন্তরীক্ষে শান্তি পায়রা নিজ আঙিনায় ফিরে।

সবুজ সকালে পারাবত উড়ে জীবনের কড়িডোরে
অনুপম সুখে অনুরাগ আসে চিত্তানন্দে মেঘ উড়ে
আবে কওসরে বিশুদ্ধ হতে অবিরাম যাই চলে
শিল্পিত নারী তীর্থ পুণ্যে শিরিনজবান বলে।
উৎসবে মাতে পূর্ণ-চাঁদনী শশীর উপমা হয়ে
নিটোল মুক্তো চমক লাগিয়ে ভালোবাসা আনে বয়ে।
নির্জনতায় ঘাস-গালিচায় ময়ূর-পেখম খোলে
অনুক্ষণ জ্বলে আকাশ-প্রদীপ সমুখ-দুঃখ ভুলে।

প্লাবন ইমদাদ
অবোধ কাউকে

কেমন আছ?
নীল বিষাদী তীরের মত বিদ্ধ কারো বুকের ভেতর?
নাকি
অমন কোন তীরের বাণে নিশিরাতে তুমিই বরং ভীষণ কাতর?
কেমন ছিলে,
যখন তোমার আঙুল পানে তাকিয়ে ছিলেম হাজার বছর?
মাঝে মাঝে
আজও কাটে স্বপ্নে বিভোর দীর্ঘতর অমন প্রহর!
থাকবে কেমন,
ক্লান্তি শেষে দেখা হলে পথের বাঁকে?
সন্ধ্যে যখন মুখের ভাঁজে কালজ্যামিতির ছবি আকে?
জানো তুমি?
ভাঁটের ফুলের ঘ্রাণ শুকিনা অনেকটা কাল,
হৃদয়-মাঝে ঠিক এখনও
তোমার তরে তেষ্টা জলের বড্ড আকাল!

খালেদ হোসাইন

থাকার জন্য কেউ আসে না যাবার জন্য আসে

অনেক দিন তো হলো
যা ইচ্ছে তাই বলো।
সত্য বলো, মিথ্যে মেশাও তাতে
চলে যেতে পারো তুমি যাতে।

তুমি তো আর বন্দি নও
নেই পাহারাদারও
যাবার পথে কেউ দেবে না বাধা
নিজ হৃদয়ের কথা যদি ছাড়ো।

মিছেই তুমি আমার ওপর
অভিযোগের বিশাল পাহাড় চাপাও।
আবেগগত যুক্তিগত— যা পাও।

এর দরকার নাই
থাকার জন্য কেউ আসে না
যাবার জন্য আসে—
তুমিও চলে যাও না অনায়াসে!

মনের মধ্যে যাবার সাধ
প্রাণের মধ্যে বিসংবাদ
তোমাকে তাও যেতে হবে—
যাও!

তুষার কবির

ধূলি

মাঝরাতে ডানা ঝাপটানো এক পায়রার কাছ থেকে খুঁজে পাই সেই ধূলিপত্র যার অক্ষরের ভাঁজে ভাঁজে জমা আছে হারানো ব্যথার স্বরগ্রাম!
চিঠিগুলো খুলতেই ঝরে পড়ে কবেকার মুঠো মুঠো কথা-ধূলির মাধুরী-না বলা কথার ভিড়ে বেজে ওঠে রাতচেরা দূরের কিন্নরী!
মাঝরাতে এক সুরেলা ময়ূর ছুটে আসে আমার জানালার পাশে-নেচে ওঠে নীলাভ পেখম-ছড়ানো নৃত্যের মুদ্রা-খসে পড়ে পলাতক স্বাতীতারা!
ধূলিখাম চিঠিগুলো জমিয়ে রাখছি আজ কাচের বয়ামে-জানি একদিন শব্দগুলো সুরেলা ময়ূর হয়ে কথা বলে যাবে!

মাসুম আওয়াল

ল্যাম্পপোস্ট

ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকি
কতো লোক আলোয় এসে দাঁড়ায়
কতো পোঁকাভোজি ফাঁদ বানায়
পেট পুরে খেয়ে ঘুমাতে যায়।
কেউ কোনো দিন খোশগল্প করতে এলো না,
কেউ কোনো দিন জিগাইলো না কেমন আছেন?
দিনভর রোদ খাই, রাত্রে আলো ছড়াই।
পানের পিক ফেলা, তল পেটের চাপ কমাতেও
আমাকেই লাগে।
প্রয়োজন ছাড়া কেউ কাছে আসে না, কেউ না।
আর ভাল্লাগে না এই ল্যাম্পোস্ট জীবন।

সুমনা খান

শঙ্খবাস

নিয়ম করে শাঁখ বাজানো
হাতের শাঁখায় সুখ লুকানো
চার দেয়ালে নিয়ম মত বসবাস,
কারও কাছে হাসফাস, শঙ্খবাস!
কিন্তু সেই নিয়ম ভেঙ্গে শঙ্খ জীবন? হয়?
হয় কি এমন?
নিয়ম ভাঙ্গা সে জীবনই চাই, যদি পাই! শঙ্খ!
মানুষ আমি, আমি তোমার জীবন চাই,
অসম্ভব ভিড় কোলাহলে আমি এক শঙ্খ হতে চাই,
অসম্ভব লৌকিকতায় আমি যেন তোমার জীবন পাই!
অসম্ভব হাসি কৌতুকে আমি শঙ্খ জীবন চাই।
তুমিহীনা মাঝ দুপুরে আমি চোখ লুকানো শঙ্খ জীবন চাই
আমি তেমন আড়াল জীবন চাই।
জলে জঙ্গলে আমি শঙ্খ,
সবুজ জীবন পাই!
মানুষ হলেই ঘরের তাড়া, আমি বরং ধীরে ধীরে শঙ্খ হয়ে যাই
শেওলা জমা দেয়াল ঘেঁষে
আমি সবুজ খেয়ে, রোদে মেখে
এক জীবনের সন্ধ্যা নামাতে চাই
আমি মূলত শঙ্খ জীবন চাই,
এই ভিড় ভাট্টা ,হাসি কৌতুক অথবা মিছে সুখ
আমি পাশ কাটিয়ে, ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে চাই
সত্যি বলছি, আমি
এক শঙ্খ জীবন চাই।

হারিসুল হক
সাঁতারে যাবো

আমার সমুদ্রে কোনো মাছ, অরণ্যে কোনো সম্বর,
পাঁচিলে ছোট্ট টুনটুনি কেউই এতটুকু রা পর্যন্ত করেনি
তুমি আসতে বলোনি বলে

তবে কী এইসব মাছ, সম্বর, অঙুলিমেয় টুনটুনি সকলেই
তোমার ইচ্ছের একান্ত অনুগত দাস!

শিউলি ফুলের এন্তার শুচিতা তোমার দিকে মুখিয়ে
প্রিয়তমা আমার, আমার ভেতরে প্রবহমান
রক্তদানাগুলো আফিম ফুলের মতো টকটকে
লাল।

এখন অস্তির
দাপাদাপি করছে।
প্রতিটি কোষবলয়ে নেশাড়ু কোয়েলের ডাক
আমার চোখ ও মনে প্লাবনের আগুনিয়া শিষ-

আমি সাঁতারে যাবো।

আসাদ আহমেদ
আকৃতি ও মুখোশ

এই আকারে আবদ্ধ হয়ে আছো
নিরাকারে কতটা জ্বলজ্বলে হয়ে জলো।

অশ্রু মেঘের সঙ্গে উড়ছে
পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ

আচানক বেহুলার বাঁশি শুনে মধ্যরাতে ভাঙে ঘুম
উর্বরতার ভেতরে দ্যাখো কীটনাশকের ঘ্রাণ !

বন্যায় মড়কে বহু লাশের স্তূপ
এত কিছুর পর কেন হাসো পরম!

জ্বলজ্বলে বলে সূর্যের কাছে যাই
কেন পরম অন্ধকারে জ্বলে থাকে তারাপুঞ্জ।

ফকির ইলিয়াস
রেখে যাবো বিমূর্ত ছায়া

এতটুকু আগুন রেখে যাব। সেই সাথে একটি বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রে আগুনের পুত্র-কন্যারা ডুবে-ভেসে বাঁচাবে জীবন। এবং বেঁচে থাকবে নিজেরাও, যেভাবে পরদেশি পাখিরা ঝাঁক বেঁধে আকাশ বদল করে, পাখনা বদল করে, পথ বদল করে পুনরায়।

এতটুকু পাহাড় রেখে যাব। যে পাহাড়ে একদিন ফলতো বেদনা, অথবা সারি সারি সমাধি জেগে থাকতো মানুষের, পতঙ্গের, জীবনের কেউ ভালোবেসে দাঁড়াতো স্মৃতির কাছাকাছি, কেউ বর্ষায় দাঁড়িয়ে গাইতো বসন্তের গান। আর বলতো— আরও কিছু সময় দিও প্রভু!

রেখে যাব একটি সূর্য। একটি সকাল রেখে যাব। যে ভোর জমাট হয়ে প্রজন্মের মাঝে বিতরণ করবে আয়ু, যারা বেঁচে থাকবে, কিংবা যারা ভাগ্যান্বেষণে সমুদ্রেই বিলিয়ে দেবে জীবন— তাদের জন্য রেখে যাবো শোক, কিছু ছায়ার ভেতর রেখে যাবো আমার বিমূর্ত ছায়া।

শেলী উর্বশী
ছিন্ন পাতা

আমি শেকড় হতে ছিন্ন পাতা
আছে নীরব গল্প কথা।
অস্তিত্বহীন প্রাণ নিয়ে
দুঃখ সাগরে জীবন বিলিয়ে
এলাম যখন এই ভুবন,
দেখছি ঘুরে জগৎ জীবন,
ফুল ফুটেছে রাশি রাশি
মনানন্দে বিশ্ববাসী।

আমি এক ছিন্ন পাতা,
বারবার মূলের সাথে করতে চেয়ে সন্ধি,
ধিক্কার নয় অপবাদ নয় হতে চেয়ে বন্দী
পেলাম-কেবল হিংস্রতা আর অপঘাত;
জীবন যেন অভিসম্পাত।
প্রতিশোধের আগুন না জ্বালিয়ে,
প্রতিহিংসার দহনে না ক্ষয়ে,
চাইনি ঘাত সংঘাত,
ভালোবাসার পাহাড়-চুঁয়ে হয়েছে জলপ্রপাত।

কূল ছাড়া ভিন্ন কূলে গড়েছি বসতি,
ভেবো না সুজন চিন্তা মননে অসতী।
মৃত্তিকায় উত্থান আমার মৃত্তিকাতেই পতন,
এ যেন বিধাতার নিয়তির লিখন।

ওবায়েদ আকাশ

মরশুম

প্রতিবেশীদের জন্য বরাদ্দকৃত ঘাটে
তোমার স্নানের পাঁয়তারা উপেক্ষিত—
যেভাবে আজকাল নদীদের স্রোতের ব্যর্থতা
বলা-কওয়াহীন প্রসিদ্ধ হয়ে চলেছে—
যখন প্রণম্য শিল্পীর গড়া কলসির আল্পনা থেকে
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
দীর্ঘ সমুদ্রব্যাপী লিখে দিয়েছিলে জলে ভেজা শরীরী ইশতেহার
সেই প্রথম কণ্ঠে তুলেছি ভাটিয়ালি আর
শীতরাত্রির জেলেদের ঘরে ফেরার মহৎ ব্যভিচার
প্লাবিত বর্ষার পেটে নদী ডুবে গেলে
ভেসে আসা ছেঁড়া ছেঁড়া পানাফুল কচুরিফুল
জড়িয়ে ধরেছি কত!
সুধাই সুধাই ওগো মর্মরিত ঢেউয়ের গুনগুন
কতদূর ভেসে গেলে জেগে ওঠে ঘাটেরা আমূল?
লোকালয়ে তৃষিত প্রেমিক, বলো কবে
শুরু হবে তার দেহে স্নানের মরশুম?

ফারহানা ইলিয়াস তুলি

বড়গল্পের সাধনসূত্র

গল্পের পরাগে পরাগে যে কান্নাটুকু লুকিয়ে থাকে
তা সকল পাঠকের চোখে পড়ে না।
চোখে পড়ে না, ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া
ঘরবাড়ির আসবাব, তৈজস আর তৃষ্ণাগুলো।

অর্ধমৃত নক্ষত্রের পরিমাপে যে নায়িকা দেখে
তার নিজের জীবন—
কিংবা অনেক প্রাচীনে হারিয়ে যাওয়া সূর্যের
বুকে আত্মহনন চিত্র আঁকে যে নায়ক;
বড় গল্পের কোনো সূত্রেই তাদের কথা
লেখা থাকে না।

গল্প মূলত মানুষকে চোখ ফেরাতে
সাহায্য করে। কখনও আনন্দ দেয়,
কখনও ভাসিয়ে নিয়ে যায়—
মাঠের ঋতুতে, বৈশাখে অথবা বসন্তরোদনে।

মিজানুর রহমান খান

মিয়াভাইর সরলতা ও আমার বিল

মিয়া ভাই আমায় তুমি কোথায় নিয়ে এলে?
আজব শহর চলছে কেমন বইছে নহর ভরে
মানুষগুলো দেখছো কেমন ঝিমিয়ে চলে
একটা থেকে আরেকটা কি দূরে?
চোখের দেখায় হয়তো তারা পাশাপাশি
বলছি আমি পরস্পরে মনখুলে কি হাসে?
হাসতে দেখে কাঁদতে দেখে ভাবনা কিছু জাগে?
রহম মনে কত্তটুকু দুঃখ জমা দিলে?
দেখছো তুমি কুকুর ছানা বুকের ভিতর নিয়ে
যাচ্ছে কেমন বাকুমবাকুম হয়তো নিল চিলে!
ও মিয়াভাই আমায় তুমি কোথায় নিয়ে এলে?
ভাল্লাগে না ফিরে চলো আমার গাঁয়ের বিলে।

মিজানুর রহমান বেলাল

পাখি অথবা কামিনী

পলাতক পাখির পাঁজরে লুকিয়ে থাকে স্বপ্নক্ষেতের ফসিল
নিরুদ্দেশ হওয়ার পূর্বেও হারিয়েছে পালকের পাল।
আশ্বিনের আকাশে ওড়া লুকোচুরি মেঘের সার্কাসে
খসে পড়ে একে একে—হারানো দিনের বাদামি প্রজাপতি
কামিনী জানে—শহরের আকাশ একদিন প্রজাপতির হবে
হরেক রঙের গন্ধে মাতাল হবে নগরের বোবা নাগর
তাই— কামিনী নগরপ্রিয়...

মনদীপ ঘরাই

পেন্সিল

ভোঁতা কাঠপেন্সিল আমি এক।
হলদে ডোরাকাটা দাগ থাকলেই কি আর বাঘ হয়!
বোকা তুমি! অনেক বোকা!
খুব ভালো লিখবো বলেই তো এনেছিলে আমায়।
লিখেছিলাম তোমার খাতায়; প্রথম তোমার নাম।
কি ক্ষুরধার সে লেখা!
লিখলাম আমি, প্রশংসায় ভাসলো তোমার সব।
কাঁদিনি একদম। বরং, ভালোবেসেছিলাম তোমায়।
এত মানুষ যাকে ভালোবাসে, তাকে কি আমি...
তুমি বড় দুষ্টু ছিলে গো। আমার রাবারের জুতোটা দিয়ে;
ঘষে-টষে মুছে দিলে সব লেখা।
মন খারাপে গুঁড়িয়ে গেল তীক্ষ্ণ মাথাটা আমার।
তবুও থামি নি। লিখে চলেছিলাম মোটা দাগে...
এখন আমার ঘাড়-গলা সবটুকু একাকার....
ভুলেই গেলে আমায়? এখন তো তোমার কলম প্রেম।
যার দাগ মোছে না। কাগজে কিংবা পোশাকে....
এমন ভুল কেউ করে?
দাগ কখনো পাকাপোক্ত করতে আছে!
কি শিখলে এত মোটা মোটা বই পড়ে!
যদি কখনো ভালোবেসে থাকো;
সে ভালোবাসার দিব্যি দিয়ে বলছি...
'একটা কাঠগোলাপ রঙ এর শার্পনার এনে দেবে?
এবার আমি লিখবো; তোমার মনের পাতায়।'